বাংলা লোকসংগীতের আঞ্চলিক ভাগ

ভাওয়াইয়া : উত্তরবঙ্গের বিশেষত জলপাইগুলি ও কোচবিহার জেলার বিখ্যাত লোকসংগীত ভাওয়াইয়া। ভাওয়াইয়া মূলত প্রেমসংগীত, তবে এখানে প্রমের মিলনমধুর দিকটি নয়, বিরহের দিকটি প্রধান। সেদিক থেকে দেখতে গেলে ভাওয়াইয়া বিরহেরই গান। উত্তরবঙ্গের তিস্তা-তোর্সা-জলঢাকা নদীর বিস্তীর্ণ চর পড়া বুকে মহিষ চড়াতে আসে মইষাল বন্ধুরা, তাদের সঙ্গে দু'দিনের এক মানসিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এখানকার কুমারী ও পথিকবধূদের। কিন্তু মইষাল বন্ধুরা যাযাবর, নদীর বুকে ঘাস ফুরিয়ে গেলে তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলে যায়। ফলে উক্ত নারীদের সঙ্গে গড়ে ওঠা দু'দিনের ওই মনের বাঁধন অচিরেই কেটে যায়। মইষাল বন্ধুরা প্রেমের এই সম্পর্ক ভুলে গেলেও নারীরা তা পারে না। তাদের সেই ব্যর্থ প্রেম আর এই প্রেমের বিরহ করুণরসের মাধ্যমে প্রকাশ পায় এই ভাওয়াইয়া গানে। মইষাল বন্ধুরা হয় প্রতারণা করে, না হয় তারা নানা কারণে তাদের প্রেমাস্পদকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয় আর নারীরা বিরহের যন্ত্রণায় জ্বলতে থাকে। সেই যন্ত্রণাকাতর গ্রাম্য নারীদের বিলাপ ভাওয়াইয়া গানে মুক্তি পায়। একটি বিশেষ সুরের মধ্য দিয়ে তারা তাদের হৃদয়ের সুগভীর অনুভূতিকে প্রকাশ করে এখানে। ভাওয়াইয়া গানে ব্যবহৃত যন্ত্র দোতারা। মূলত চারটি তার সম্বলিত তারযন্ত্র এটি, কিন্তু দুটি তার গান গাওয়ার সময় ব্যবহৃত হয় বলে এটি দোতারা নামেই পরিচিত।

চটকা : ভাওয়াইয়া গানের এক অবক্ষয়িত বা বিকৃত রূপ হল 'চটকা'। এটি লঘুসুরের গান। জীবনের চটুল ও লঘু দিকটিকে কেন্দ্র করেই এর বিষয় গড়ে ওঠে। ফলে চটকা ভাওয়াইয়ার মতো এক বিষয় কেন্দ্রিক নয়, বহু বিষয় তার অবলম্বন। চটকাও ভাওয়াইয়ার মতো জলপাইগুলি ও কোচবিহার অঞ্চলে প্রচলিত।

জাগ-গান : উত্তরবঙ্গে প্রচলিত আর এক ধরনের বর্ণনামূলক গানকে বলে জাগ গান। মুসলিম পীর-ফকিরদের অলৌকিক কীর্তিকথা কিংবা নাথ সম্প্রদায়ের অলৌকিকত্ব এই গানের বিষয়বস্তু। গানগুলি সারারাত ধরে কোন একজন নির্দিষ্ট গায়কের পরিচালনায় গাওয়া হয়। সারারাত ধরে জেগে গাওয়া বা শোনা হয় বলে এই গানগুলিকে জাগ-গান বলে। সাধারণত দিনাজপুর জেলাতে এই গান প্রচলিত।

গম্ভীরা : মালদা জেলার বিখ্যাত লোকগান গম্ভীরা। গানগুলি ধর্মকেন্দ্রিক হলেও সামাজিকতাও গানগুলির সঙ্গে যুক্ত। গানগুলি শিবের উদ্দেশে নিবেদিত। তবে এই শিবের প্রকৃতি নিতান্তই মানবিক। গানগুলির মধ্যে বিশেষ কাব্যমূল্য নেই, তবে আছে কিঞ্চিৎ নাটকীয়তা। গানগুলি অনেকাংশেই সংলাপধর্মী। গম্ভীরা গান মূলত হিন্দুদের হলেও মুসলমান অধ্যুষিত মালদহে এ গানে মুসলিম প্রভাব পড়াতে শিব এখানে পরিণত হয়েছে 'নানা'-তে। শিব বা নানাকে উদ্দেশ্য করে গাওয়া এই গানে সাম্বাৎসরিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা ও পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়। গানগুলো সাধারণত লঘুসুরে গীত হয় । আর গানের বিষয়ও প্রতিবছর পাল্টায়।

আলকাপ, রং পাঁচালী , বোলান , জারি : মুসলমান অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলায় গম্ভিরা গানেরই আর একটি রূপ পরিলক্ষিত হয়, তা আলকাপ নামে পরিচিত। আলকাপেরই অবক্ষয়িত রূপ হল রং পাঁচালী। এসব গানের বিষয়বস্তু বাস্তব সমাজ। সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা, অসঙ্গতি, অন্যায়, পাপ দুর্নীতি, লোভ প্রভৃতিকে ব্যঙ্গ করে এ জাতীয় গান রচিত। গানগুলির মধ্যে লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্যও অল্পবিস্তর থাকে।

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম জনপ্রিয় লোকগান বোলান। 'বুলা থেকে 'বোলান'। 'বুলা' অর্থাৎ ভ্রমণ করা। সাধারণত গ্রাম বা পাড়া ঘুরে ঘুরে এ জাতীয় গান গাওয়া হয়, তাই এ গান বোলান নামে পরিচিত। এ গানের বিষয়বস্তু রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ থেকে নেওয়া হয়, গানগুলো মূলত বিবৃতিমূলক। মুসলমান প্রধান মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আর এক ধরনের লোকসংগীতের নাম জারি। অনেক সময়ই পুরুষ গায়ক নৃত্যরত অবস্থায় এই গান গেয়ে থাকে। এ গানের বিষয়বস্তু কারবালা প্রান্তরের যুদ্ধ, হাসান-হোসেনের কাহিনি। তাই স্বাভাবিকভাবেই করুণ ও বীররসে এ গানের ভাববস্তু গড়ে ওঠে।

ভাদু : পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমপ্রান্তবর্তী অঞ্চল– বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলাতে যেখানে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম হয় সেখানে বর্ষাকালে বিভিন্ন ধরনের উৎসব পালিত হয়। এই রকম একটি উৎসব হল ভাদু। এটি মূলত একটি মেয়েলি ব্রত। সারা ভাদ্র মাস ধরে ব্রতটি পালিত হয়। ভাদু হল একজন নারী। তাঁর সম্পর্কে নানা গাল-গল্প প্রচলিত আছে। এই অঞ্চলের কুমারী মেয়েরা সারা ভাদ্রমাস জুড়ে এই ভাদুর ব্রত পালন করে এবং ভাদ্রমাসের প্রতি রাত্রে ভাদু গান গেয়ে থাকে। ভাদু গানের একটি রূপে যেমন ভাদু সংক্রান্ত নানা 'মিথ' তুলে ধরা হয়, তেমনি অন্যরূপে সামাজিক ও বাস্তব জগৎ, তার নানাবিধ সমস্যা ও সমসাময়িক উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীও ঠাঁই পায়। জীবনের সুগভীর অনুভূতির কথাও প্রকাশিত হয় এ গানে।

টুসু : পুরুলিয়া এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কৃষিকাজ সমাপ্ত হবার পর পৌষমাসে মেয়েরা একটি উৎসব পালন করে। এ উৎসব হল কৃষিদেবী টুসুর পূজানুষ্ঠান। টুসুর পূজা উপলক্ষে যে

গান গাওয়া হয় তা টুসুগান নামে পরিচিত। এই গানগুলিতে টুসুদেবীর মাহাত্ম্য অপেক্ষা গার্হস্থ্যজীবনের বিভিন্ন দিক অধিক গুরুত্ব পায়। গার্হস্থ্যজীবন যেখানে গানগুলির বিষয় সেখানে মানব জীবনের সূক্ষ্ম করুণ অনুভূতি মূর্ত হয়ে গানগুলিকে ভাবগম্ভীর করে তোলে।

ঝুমুর : পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমসীমান্ত অঞ্চলের গ্রামবাসীরা প্রতিবেশী আদিবাসী সমাজ থেকে এক ধরনের গান তাদের নিজেদের জীবনের অঙ্গ করে নিয়েছে। সে গান ঝুমুর গান নামে পরিচিত। ঝুমুর গান যেন সর্বজনীন প্রেমসংগীত। এ অঞ্চলের বৈষ্ণব প্রাধান্য, ঝুমুর গানের নায়ক-নায়িকারূপে রাধা-কৃষ্ণকে অনেক সময়ে মেনে নিয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারতের নানা কাহিনিও অনেক সময় ঝুমুর গানের বিষয় হয়েছে। তবে কেবলমাত্র ধর্মীয় বা পৌরাণিক বিষয় নয়, নিতান্ত মানবিক প্রেমের গভীর অনুভূতি নিয়েও ঝুমুর গান রচিত হয়েছে।

পটুয়া : মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূম অঞ্চলে পটশিল্পকে কেন্দ্র করে এক রকমের গান প্রচলিত আছে, তাকে পটুয়া সংগীত বলে। পটুয়া একটি সম্প্রদায়। তাঁদের আঁকা দীর্ঘ পট হয় কাহিনিভিত্তিক। রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্যকেন্দ্রিক নানা কাহিনি এই পটের গানে ঠাঁই পেলেও অনেকসময় আধুনিক জীবনের নানান সমস্যা যেমন—পণপ্রথা, নিরক্ষরতা ইত্যাদি বিষয়ও পটের গানের বিষয়বস্তু হয়।

গাজন : দঃ চব্বিশ পরগণা, উঃ চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী জেলায় চৈত্র-সংক্রান্তিতে শিবের পূজা উপলক্ষে যে গান প্রচলিত আছে তাকে গাজন গান বলে। মূলত শিব ও শিবের নানান অলৌকিক লীলাকে কেন্দ্র করে এ গান রচিত। বর্তমানে সিনেমার জনপ্রিয় গানের নকল বা প্যারডি করে সামাজিক সমস্যার নানাদিক তুলে ধরা এ গানের লক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভাটিয়ালি : বাংলা লোকসংগীতের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধারা ভাটিয়ালি। বাংলার নিচু অংশের অর্থাৎ ভাটির দিকে নদ-নদী, হাওড়-বাওড় অঞ্চলেই এই গানের উদ্ভব ও বিকাশ। বাংলার এই নিচু জলাভূমি অঞ্চলগুলি বছরের প্রায় সকল সময়ই জলমগ্ন থাকে। এই অঞ্চলের নৌকার মাঝিরা সাধারণত এই গান গায়। এই গানের গায়ক একক ও নিঃসঙ্গ। সাধারণত ভাটির টানে নৌকা যখন আপনি ভেসে যায়, দাঁড় টানতে হয় না, কেবল হাল ধরে বসে থাকলেই চলে, তখন সেই অবসন্ন বা বিশ্রামের মুহূর্তে মাঝির কণ্ঠে ভেসে ওঠে গান, এই ভাটির টানে ভেসে যাওয়া নৌকার মাঝির গানই ভাটিয়ালি। সাধারণত গায়কের অন্তরের একান্ত প্রেমভাবনা ও আশা-নৈরাশ্যই ভাটিয়ালি গানের সুরের মধ্যে ধরা পড়ে। ভাটিয়ালি গানের একটা বিশেষত্ব এই যে, এর একটি পদ সর্বাপেক্ষা চড়াসুরে ধ্বনিত হবার পর আবার আকস্মিকভাবে তা তখনই আবার একেবারে খাদে নেমে আসে, অন্যান্য লোকসংগীতের মতো এ গানে সুর ধীরে ধীরে

ওঠানামা করে না। ভাটিয়ালির বিষয়বস্তু একসময় ছিল ব্যক্তিগত প্রেম-বিরহ, ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ কিন্তু এখন তা দেহতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক প্রেম ইত্যাদিতে উন্নীত হয়েছে।